দাওয়াতে ইসলামী দিবস

(Bengali)

Dawat-e-Islami DAY 2nd September

দাওয়াতে ইসলামী দিবস
দাওয়াতে ইসলামীর অর্জন এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

দাওয়াতে ইসলামী দিবস

সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَيَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ‌ؕ وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ : “এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিৎ যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আর এসব লোকই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবে।"

প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ

উপরোক্ত আয়াতের উপর আমল করে, ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, প্রখ্যাত রুহানী ব্যক্তিত্ব এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার, শায়খ মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযভী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **তাঁর কিছু সঙ্গী সাথীদের নিয়ে দাওয়াতে ইসলামী নামে একটি দ্বীনী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতি, সহিংসতা ও বিক্ষোভের পঙ্কিলতা থেকে যোজন যোজন দূরে থেকে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অটুট সংকল্পকে আঁকড়ে ধরে দাওয়াতে ইসলামী এগিয়ে গেছে সমৃদ্ধির পানে। মহান আল্লাহর অপার দয়া ও করুণায় দাওয়াতে ইসলামী জ্বলে উঠেছে আলোকবর্তিকার মতো। নিজেকে পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ না রেখে অল্প সময়ের ব্যবধানে, এই পবিত্র মিশন রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে ৮০টিরও বেশি বিভাগের অধীনে ৩১৩টিরও বেশি উপবিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে দাওয়াতে ইসলামী।**

নেতৃত্ব ও মারকাযী মজলিসে শূরা (কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **’র সুচিন্তিত দিকনির্দেশনায় দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিসে শূরা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নততর করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। আমীরে আহলে সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **’র গভীর মমতা এবং দিকনির্দেশনামূলক স্পর্শে তাঁর**

স্নেহধন্য মারকাযী মজলিসে শূরা দাওয়াতে ইসলামীর সার্বিক উন্নয়নের তত্বাবধান এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে সদা সচেষ্ট রয়েছে।

ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক উদ্যোগ

দাওয়াতে ইসলামী অতুলনীয় দক্ষতার সাথে হাজার হাজার মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আধ্যাত্মিকতার এই কেন্দ্রভূমিগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। এখানেই শেষ নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও ছড়িয়ে দিচ্ছে আলোর বারতা। মাদরাসাতুল মদীনা এবং জামিয়াতুল মদীনা হলো এমন দুটি শিক্ষামূলক উদ্যোগ, যেখানে সবাই পবিত্র কুরআন এবং ধর্মীয় জ্ঞানের আদর্শ উদ্ভাসিত হয়।

এক মহিমান্বিত প্রত্যয়কে সামনে রেখে এই সংগঠন ঐশীবাণী কুরআনের হাজার হাজার ক্বারী ও হাফিয, ইমাম, মুবাল্লিগ, আলিম এবং মুফতী তৈরির প্রচেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে যার মাধ্যমে গড়ে উঠছে সচ্চরিত্র ও সমাজ সংস্কারের মজবুত স্তম্ভ।

এই সংগঠনের সাথে যুক্ত আছে বিপুল সংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ। পাঁচ লাখেরও বেশি উদ্যমী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন স্বেচ্ছায় মেহনত করে যাচ্ছেন নানান সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। প্রায় ৪৬,০০০ একনিষ্ঠ কর্মচারী তাদের সেবা ও পরিশ্রম দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সাধনে অগ্রসরমান এবং অসীম নক্ষত্রপুঞ্জের মতো লক্ষ লক্ষ অনুসারী ও সমর্থক নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের এই মৌল চেতনায় তাকিয়ে আছে এই সংগঠন পানে।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

দ্বীনী দিকনির্দেশনা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে দাওয়াতে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে 'দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত'র শাখা স্থাপন করেছে। এই পবিত্র বিভাগে দাওয়াতে ইসলামীর তরবিয়্যতপ্রাপ্ত বিদগ্ধ মুফতীগণ ইসলামী শরীয়তের আলোকে মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং মোবাইল ফোন, ই-মেইল ইত্যাদির মতো সহজলভ্য মাধ্যমে ইসলামী বিধান ও শর’ঈ ফাতাওয়া প্রদান করেন।

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ও প্রকাশনা বিভাগ

ইলমে দ্বীন বা ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে 'আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ' (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) একটি বহুমূখী ঝর্ণাধারার মতো অসংখ্য দ্বীনী গ্রন্থ ও পুস্তিকা গবেষণা, সম্পাদনা এবং পুস্তিকা রচনার কাজে ব্যস্ত আছে। তাফসীর, হাদিস, ফিক্বহ, সীরাত এবং অন্যান্য সংশোধনমূলক বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানী মূল্যবান রচনা চারদিকে আলোর বার্তা স্ফুরণ করছে।

এই সেন্টারের সাথে আরো কিছু উপবিভাগ যৌথভাবে সেবার কাজে নিয়োজিত আছে যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ’র রচনাবলীর সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত উপবিভাগটি যা কিনা অবিচল নিষ্ঠার সাথে তাঁর রচনাবলীর সাথে প্রয়োজনীয় রেফারেন্সসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সংযুক্ত করে সবার জন্য উপস্থাপন করছে। এই সকল রচনাগুলো দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ, মাকতাবাতুল মদীনার মাধ্যমে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

অনুবাদ বিভাগ

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে দাওয়াতে ইসলামী বিশ্বব্যাপী ৪৬টি ভাষায় দ্বীনী রচনাবলী অনুবাদ করে চলেছে। এ পর্যন্ত, এই বিভাগ মোট ৭,০০০ এরও বেশি প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং মুসলিম উম্মাহর হিদায়াতের লক্ষ্যে দাওয়াতে ইসলামীর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তার অনেকগুলি প্রকাশও করেছে। এই বিভাগের অধীনে ‘ইফহামুল কুরআন’ শীর্ষক ব্যাখ্যাসহ ৩০টি ভাষায় 'কানযুল ইরফান' শিরোনামে পবিত্র কুরআন অনুবাদের কাজ চলমান আছে।

আল্লাহর রহমতে, 'ইফহামুল কুরআন' শীর্ষক ব্যাখ্যাসমেত 'কানযুল ইরফান' এর ইংরেজি ও সিন্ধি অনুবাদ এবং 'কানযুল ঈমান' দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত হয়েছে।

অনলাইন উপস্থিতি এবং শিক্ষা

দাওয়াতে ইসলামী তার অনলাইন উপস্থিতির মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে যার মধ্যে তার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট www.dawateislami.net ও বিভিন্ন ভাষায় তথ্য–উপাত্ত সরবরাহ করছে। 'ফয়যান অনলাইন একাডেমি'-’র মাদানী পাঠ্যক্রম এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও মুখস্থ করার মতো অনলাইন কোর্সের সেবা প্রদান করছে। প্রজ্ঞার অমূল্য রত্নস্বরূপ আলোর দরজা খুলে দেওয়ার জন্য ৩০টিরও বেশি কোর্স দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে উৎসাহীদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে।

দারুল মদীনা এডুকেশন সিস্টেম

শিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো 'দারুল মদীনা' নামে ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত ইসলামিক স্কুলিং সিস্টেম প্রাক–প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কচি-কাঁচাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করে আলো বিলিয়ে যাচ্ছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের

শিক্ষার্থীরাও যেন এই মহতী উদ্যোগের সুফল ভোগ করতে সমর্থ হয় এমন সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে এই বিভাগ।

আইটি সেক্টর

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রেরণায় দাওয়াতে ইসলামী তার পবিত্র যাত্রায় অগ্রসরমান হয়ে একটি বিস্ময়কর বিভাগ খুলেছে যার নাম আইটি ডিপার্টমেন্ট বা তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ। যা কিনা অনায়াসে ইসলামী জ্ঞানকে ডিজিটাল বিস্ময়ের সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি করছে অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ।

সোশ্যাল মিডিয়া এবং তার বহুমুখী ওয়েবসাইট বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে আবদ্ধ করতে চাইছে। সেখানে আইটি ডিপার্টমেন্ট বিস্তৃত ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারকে ইন্টারনেট ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাথে ঐতিহ্যের মেলবন্ধনের এই প্রচেষ্টা ডিজিটাল মিডিয়া এবং আইটি সেক্টরে দাওয়াতে ইসলামীর জন্য দুর্দান্ত সাফল্য বয়ে এনেছে।

মিডিয়া উপস্থিতি

দাওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত প্রসার করার লক্ষ্যে বড় বড় সাতটি স্যাটেলাইটের সাহায্যে উর্দু, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় 'মাদানী চ্যানেল' এর মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ সম্প্রচার করছে । সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াতে ইসলামী ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের প্রসার ঘটাচ্ছে এবং সংশোধনের মহান ব্রত নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ইউজারদের কাছে।

মানবকল্যাণ ও সমাজসেবা

মানবকল্যাণ ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে, ফয়যান গ্লোবাল রিলিফ ফাউন্ডেশন (FGRF) একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের দুঃখ – দূর্দশায় সবার জন্য তার সাহায্যের হাত প্রসারিত করছে। সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অটুট FGRF ২.৬ মিলিয়নেরও বেশি পরিবারের কাছে পৌঁছে নগদ অর্থ, ত্রাণসামগ্রী এবং অন্যান্য সাহায্যের মাধ্যমে জীবিকা ও আশা যুগিয়েছে।

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য জীবনরক্ষাকারী ৫৩০০০ রক্তের ব্যাগ সংগ্রহ করে মানবকল্যাণের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই বিভাগ।

অন্যান্য প্রকল্প

দাওয়াতে ইসলামীর সহানুভূতির পরিসর ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। যেমন– 'গ্রিন ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম' এর আওতায় লক্ষ লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে। আরেকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হলো ‘ফয়যান রিহেবিলিটেশন সেন্টার’ (এফআরসি) যা এতিম ও অভাবী শিশুদের যত্ন সহকারে লালনপালনের জন্য তার সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দাওয়াতে ইসলামী 'মাদানী হোম' এর স্বপ্ন দেখছে যা বালক ও বালিকাদের জন্য ভালোবাসা ও শিক্ষার অভয়ারণ্যরূপে গড়ে তোলা হবে। ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে দাওয়াতে ইসলামী এমন এমন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করে যাচ্ছে যা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ন করে উজ্জ্বল আগামীর পথকে প্রশস্ত করে তুলছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দাওয়াতে ইসলামীকে আরো সাফল্য ও অগ্রগতি দান করুক। আমীন!

দাওয়াতে ইসলামীর সাথে যুক্ত হোন
বং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করুন।